R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৫শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৮ই পৌষ, বুধবার, ১৪১৫ সাল।
২৪শে ডিসেম্বর, ২০০৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুর হাসপাতালে বিনা ভাউচারে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার অক্সিজেন সিলিণ্ডার অডিটে ধরা পড়লো

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালে গত ১৪ ডিসেম্বর থেকে টানা দশ দিন অডিট চলে। সেখানে বহু ত্রুটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিনা ভাউচারে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার অক্সিজেন সিলিন্ডার খরিদ। চুঁচুড়ার সোনা এন্টারপ্রাইজ থেকে সিলিন্ডার খরিদ দেখানো হলেও এর কোন ভাউচার নেই। এছাড়া রোগীদের ডায়েট সরবরাহেও এক লক্ষ টাকার ওপর কারসাজি বিলে ধরা পড়ে। ভাউচারবিহীন এত টাকার বিল ট্রেজারী থেকে কিভাবে পাস হলো তাও রহস্যাবৃত। এই চক্রের বিগবস হাসপাতালের সুপার ডাঃ অসীম হালদার ডিসবার্সিং অফিসারের ক্ষমতায় থেকে এই ধরনের বহু অনাচার তিনি আগেও করেছেন এখনও করছেন নানাভাবে বলে খবর। আজ অডিটে এটা ফাঁস হয়ে গেছে এই পর্যন্ত। হাসপাতালের হেড ক্লার্ক ফজলুল হক অক্সিজেন সিলিন্ডারের ঘটনা পুরোপুরি এড়িয়ে যান। (শেষ পৃষ্ঠায়)

লালগড় আন্দোলনের নামে রাজ্যে বিরোধীদের বিশৃংখলা সৃষ্টির চক্রান্ত

অসিত রায় : সিপিএমের সাগরদীঘি জোনাল কমিটির প্রায় ১৮ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত "অনিল বিশ্বাস ভবন"-এর দ্বারোদ্ঘাটন করে গেলেন রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু। গত ১৭ ডিসেম্বর সাগরদীঘি হাই স্কুল ময়দানের প্রকাশ্য সভায় বিমানবাবু গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার পৃথক রাজ্যের দাবীর প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। সেই সাথে লালগড়ের আন্দোলনের প্রসঙ্গেও তিনি বলেন আদিবাসীদের সামনে রেখে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা হামলা চালাতে পরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। বিভেদ সৃষ্টিকারী চক্রান্তকারীরা রাজ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য আদিবাসীদের নামে আন্দোলন চালাচ্ছে। লালগড়ে দিনের বেলায় গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে আদিবাসীরাই এই কাজ করছে। আদিবাসীরা গাছ কাটে না, সংরক্ষণ করে, কেননা তারা গাছকে দেবতা বলে মনে করে। অথচ দুষ্কৃতীরাই রাস্তায় পাথর ফেলে সেই সব কাটা গাছ চোরাকারবারীদের কাছে টাকার বিনিময়ে রাতের অন্ধকারে তুলে দিচ্ছে। পরিহাসের সুরে বিমানবাবু বলেন আদিবাসীদের উন্নয়নের নামে অনেক বিরোধী নেতা-নেত্রীর (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ত্রুটিপূর্ণ কাঁটা বাটখারায় ব্যবসা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় সোনার দোকানে ত্রুটিপূর্ণ কাঁটা বাটখারা ব্যবহার করে ফায়দা লুটছে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বলে অভিযোগ। প্রতি বছর সরকারী পর্যায়ে এগুলো রিনিউ-এর নিয়ম চালু থাকলেও ঐ দপ্তরের কর্মী ও আফসারের যোগসাজসে ত্রুটিপূর্ণ কাঁটাবাটখারা সঠিক প্রমাণে সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে বলে খবর। মাছ-সব্জি বা ফলের দোকানে ত্রুটিযুক্ত কাঁটা বাটখারা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রণববাবু এবার ক্রিকেট শুরু করার আগেই সবাই বোল্ড আউট

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাড়ালা গ্রামে এক পথসভায় এই মন্তব্য করেন বি. জে. পির জেলা সহ-সভাপতি চিত্ত মুখার্জী। তিনি বলেন, প্রণববাবু আমাদের কেন্দ্রের সাংসদ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন বিদেশমন্ত্রী। তিনি সরকারী খরচে প্রায় মাসে জঙ্গিপুরে আসছেন, ২/১টা সরকারী (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

কাঞ্চিপুর সংবাদ

৮ই পৌষ, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

হৃদয়ের অমুখ কি সারিতে পারে না ?

মানবিকতার বোধ করি কোন স্বতন্ত্র দেশঘর নাই। নাই কোন সীমারেখা, লক্ষ্মণ গন্ডীর সীমাবদ্ধতা। মানুষ হয়তো আপন আপন দেশের সীমানায় বদ্ধ থাকিতে পারে জাতিপ্রেমে, দেশপ্রেমে সম্প্রদায়গত বন্ধনের ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সীমানায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে নিহিত মনুষ্যত্ববোধ, মানবিকতাবোধ উদার আকাশের মতই। তাহার কোন সীমানা নাই। তবুও মানুষের হৃদয়ের আকাশটা ভেদবুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধির কালো মেঘে আবৃত হইয়া পড়ে প্রায়শই। মানুষ মানুষের ভাই, প্রতিবেশী—ইহাই তো সত্য পরিচয়। দেশে কালে তাহাদের ভেদ থাকিবার কথা নহে। কথা তো অনেক কিছু আছে বা থাকে কিন্তু তাহাকে মান্যতা দেওয়া হয় কতটুকু ? যদিচ শোনা যায় কবির বাণীতে—স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

যে প্রসঙ্গে এই কথাগুলির অবতারণা তাহা একটি ঘটনা লইয়া। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য বোধ হইলেও তাহার গুরুত্ব কম নয়, বলা যাইতে পারে অসামান্য।

স্বাধীনতা লাভের সময়ে ভারত ভাঙিয়া দ্বিখন্ডিত হইয়াছে। আবার আমাদের সেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র দ্বিখন্ডিত হইয়া স্বতন্ত্র অভিধায় অভিহিত হইয়াছে। স্বাধীনতার পূর্বে আমরা সবাই এক দেশের মানুষ ছিলাম। ছিল আমাদের এক প্রাণ একতা। দেশ ভাগের পর সেই বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। যৌথ পরিবার ভাঙিয়া যেমন প্রতিবেশী ঘর গড়িয়া উঠে, আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। রাজনীতির যন্ত্রর মন্তরে, সংকীর্ণ স্বার্থের দোহাই দিয়া আমাদের মনের আকাশটাকে খন্ডিত করার প্রয়াস পূর্বেও যেমন হইয়াছে, এখনও তেমনি চলিতেছে। যুদ্ধবাজরা স্বার্থান্ধ। ক্ষুদ্র স্বার্থে পূর্ণ হয় না তাহাদের পাশবিক ক্ষুধা। কাশ্মীর সীমান্তে যে সন্ত্রাস, হত্যা চলিয়া আসিতেছে তাহা নিতান্তই পাশবিক। ভারতে গোপনে প্রবেশ করিয়া চলিতেছে গোলা-গুলি, হত্যা এবং সন্ত্রাস। সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চাহে না, অশান্তি চাহে না। চাহে শান্তি, সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা। মানবিকতার কথা ভাবিয়া সীমান্ত পারের চলমান সন্ত্রাস কি বন্ধ হইতে পারে না ? বন্ধ হইতে পারে না এত রক্তক্ষয়, এত নিষ্ঠুর হত্যা ?

কাল প্রভাব

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

যে অনাবিল আনন্দ নির্ঝর ধারায় একদিন এই বঙ্গভূমি সর্বদায় হাস্য প্রমোদিনী হইয়া রহিত, আজ সেই সংসার সংগ্রাম পরিশ্রান্ত পরিশুষ্ক বঙ্গদেশে সুনির্মল সুর তরঙ্গিণীর প্রবাহবৎ সে পবিত্র আনন্দপ্রবাহ কোথায় লুকায় রে ! আজ যে দিকে দেখি, সেই দিকেই যেন বিশুষ্ক জীবন বিলুপ্ত উৎসাহ বিশীর্ণ মানব-কঙ্কাল রাশির অস্থিময় মুখে নিয়তই আর্তনাদের অস্ফুট বিকাশ। দিবানিশি কেবলই অন্নচিন্তা,—আর নিরন্তর কেবলই অর্থ সংগ্রহের অনন্ত আকুলতা। কাজেই এ হেন আনন্দ পরিশূন্য আর্তধ্বনি-সমাকুল বিক্ষীণ বঙ্গের আধুনিক শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং যাত্রা প্রভৃতিও যেন অবসাদ-বিজড়িত এবং প্রাণশক্তি বিসর্জিত হইয়া উঠিতেছে ! এখনও যদি কেহ কিঞ্চিৎ প্রাণ-শক্তিমান থাকেন,—তিনি আধুনিক বাঙ্গালীর শিল্পাদি লক্ষ্য করিলে এই মর্মান্তিক পরিবর্তন,—সে কালের সেই আনন্দ করার পরিবর্তে, কেবলই বিষাদ ও অবসাদই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আজ সাহিত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া যাত্রার কথাই বলি। এককালে বঙ্গদেশে যে লোকো ধোবা, মদন মাষ্টার, গোবিন্দ অধিকারী এবং নারাণদাস প্রভৃতির যাত্রার আনন্দ তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইত, আজ সেই বঙ্গে তেমন আনন্দমাখা যাত্রার আনন্দ উৎসব আর কতটা কত স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এক সময় গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের পালায় বঙ্গের সহস্র সহস্র রসিক শ্রোতা কত আনন্দলাভই না করিতেন। "ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার—ফুলে নাই বাহার"—মালিনী মাসীর সেই রসভরা,—প্রাণভরা—আনন্দ গানে বঙ্গে কি রসভরা,—প্রাণভরা—আনন্দ গানে বঙ্গে কি রস-তরঙ্গই না প্রবাহিত হইত ? বিদ্যাসুন্দরের প্রায় প্রত্যেক গানেই বাহিরে এক রস আবার ভিতরে আর এক রস ! বিদ্যাসুন্দরের পালাও—শক্তিসেবক পরম ভক্তের নিকট পরাশরের ভক্তবৎসলতার পরিচায়ক মাত্র। আবার পদ্ম-পুরাণের ক্রিয়াযোগসারের পঞ্চম অধ্যায় যাঁহারা মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিয়াছেন,—তাঁহারা বুঝিবেন,—বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান,—এই গ্রন্থে বর্ণিত মাধব-সুলোচনার উপাখ্যানেরই সারাংশ বলা যাইতে পারিবে। এমন কি,—বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসীও এই উপাখ্যানে গন্ধিনী মালিনী নামে বর্ণিত হইয়াছে। মাধব আবার পরম হরিভক্ত। সুতরাং বিদ্যাসুন্দরের পালা প্রকারান্তরে হরিভক্তি-প্রস্রবণও বলা যাইতে পারিবে। একাধারে এমন আনন্দ তরঙ্গময় সঙ্গীত আর এখন কয়স্থানে দেখিতে পাও ? বঙ্গের সহস্র সহস্র ব্যক্তি এখন যেমন অন্নচিন্তায় আনন্দহীন হইয়া আসিতেছে তেমনি তাহাদের ভিতর সঙ্গীতাদির উৎসাহ ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে। সেই সব পুরাতন যাত্রার সম্প্রদায়ের ভক্তি-প্রবাহ পরিপূরিত সঙ্গীতাদির পরিবর্তে এক্ষণে বিস্তর পল্লীগ্রামেও হুজুগে থিয়েটারেরই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বড় বড় পল্লীগ্রামে আবার একাধিক থিয়েটারও আভির্ভূত হইতেছে। অবশ্য যাত্রায় ভক্তি-সঙ্গীত বা ভাবুক যাত্রাকর যে এখন একেবারেই নাই তাহা বলিতেছি না,—তবে এমন সব যাত্রার সংখ্যা ক্রমেই অত্যন্ত হ্রাস পাইতেছে। থিয়েটারী হুল্লোড়ই এখন বহু স্থানে দেখা যাইতেছে। তাহাতে তেমন আনন্দ কই ? কালপ্রভাবে বঙ্গে সে আনন্দ আর প্রায় দেখিতে পাই না,—সে আনন্দের যাত্রা প্রভৃতিও বিরল হইয়া পড়িতেছে। আর কি বঙ্গে সে আনন্দ-প্রবাহ বহিবে না ? নিরানন্দ বাঙ্গালীর বিশুষ্ক বদনমন্ডল কি আবার আনন্দরস হইয়া উঠিবে না ?

প্রকাশকাল ঃ ১৩৩৬ সাল

প্রতিমা মণ্ডপে গরুর মাথা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির দোগাছি গ্রামে মালপাড়ার নবান্ন উপলক্ষে অন্নপূর্ণা পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিমা নিরঞ্জনের পরদিন সকালে ঐ পাড়ার এক মহিলা মন্ডপে ঝাঁট দিতে গিয়ে সেখানে চটের বস্তা চাপা দিয়ে কিছু রাখা হয়েছে দেখেন। মহিলাটি বস্তা সরিয়ে দেখেন সদ্য কাটা একটি গরুর মাথা। মহিলার চিৎকারে এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এই খবর পেয়ে সাগরদীঘির প্রাক্তন বিধায়ক পরেশ দাস দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পেঁছান। সমস্ত ঘটনা সাগরদীঘি থানায় জানানো হয়। ১২ ডিসেম্বর মহকুমা পুলিশ প্রশাসক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ যুব সংসদ ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিদ্যালয় স্তরের নবীন প্রজন্মের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনা জাগিয়ে তোলা এবং সংসদীয় চেতনার প্রসারে জঙ্গিপুর পৌরসভার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ যুব সংসদ ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ডিসেম্বরের ১৬। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের আত্ম-বলিদানের শতবর্ষকে স্মরণ করে আত্মকেন্দ্রিক নবীন প্রজন্মের সচেতনাকে বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতামূলক উৎসবের আয়োজন। পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, দুই বিধায়ক আবুল হাসনাৎ, জানে আলম মিঞা প্রমুখের প্রাণবন্ত সংসদ বিষয়ক আলোচনায় উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত যুব-সংসদ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর শিরোপায় ভুষিত হয় রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। মুখ্যমন্ত্রী এবং অধ্যক্ষের ভুমিকার দুটিতেই বিজয়ী হয় জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। বেরোধীদল নেতা হিসেবে শ্রেষ্ঠ রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়। প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হয় রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় এবং জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

স্কুল নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসায় গত ১৪ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় স্কুল নির্বাচগ টানটান উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। সিপিএমের ৬ এবং কংগ্রেসের ৬ প্রার্থী ছাড়া আরএসপি, জামাতে ইসলামী হিন্দ, আই, এন, এল এবং মুসলিম লীগ নিয়ে মোট ২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোটের ফলাফলে কংগ্রেসের ছ'জন প্রার্থী সিপিএমের ছ'জনকে পরাজিত করে। উল্লেখ্য, এই মাদ্রাসায় প্রথম দফায় গত ৫ অক্টোবর '০৮ ৩২ জন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভোট শুরু হলেও ব্যালটে ত্রুটি ধরা পড়ায় সে ভোট মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যবসায়ীদের প্রতি

★ ত্রিশ বিঘা নিজস্ব জায়গার উপর পঁয়ষট্টিটি ঘর নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। যে সব ব্যবসায়ী ঘর নিতে ইচ্ছুক তারা সত্বর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে পছন্দ মতো ঘর নির্দ্ধারিণ করুন।

★ যে সমস্ত কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী এখনও বিনা লাইসেন্সে ব্যবসা চালু রেখেছেন তারা সত্বর আমাদের কাছ থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করুন। লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা চালু রাখা আইনত দন্ডনীয়।

জঙ্গিপুর নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি

উমরপুর, পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

পি, এম, কে, গান্ধী
চেয়ারম্যান

দেবজ্যোতি সরকার
সেক্রেটারী

রঘুনাথগঞ্জ ২ বিডিও দপ্তর ঘেরাও এবং অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আখরুজ্জামানের নেতৃত্বে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক বিডিও অফিস চত্বরে বিক্ষোভ অবরোধে সামিল হয়। স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলোর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ, আশা প্রকল্পে সরকারী নিয়মে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, ব্লকের রেশনকার্ড বিলি বন্টনে দুর্নীতি, বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হাঁস মুরগী মারার সরকারী টাকা নিয়ে অরাজকতা, কৃষকদের সার বীজ প্রভৃতি বিলি বন্টনে দলবাজি। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্পের টাকা বিডিও দপ্তরে দীর্ঘদিন পড়ে থাকলেও স্থানীয় বাসিন্দারা ঐ প্রকল্পে কাজ পাচ্ছে না। টাকা ফেরত যাচ্ছে। কোন রকম টেন্ডার না হওয়ায় গ্রামোন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ১২ লক্ষ টাকা যা প্রণব মুখার্জী সাংসদ তহবিল কোটায় পাওয়া গিয়েছিল তা খরচ না হয়ে পড়ে আছে। বিক্ষোভ সভায় বিডিও অফিসের দুর্নীতি এবং অনিয়মের প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক সমর ব্যানার্জী। বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধি দল বিডিও অনির্বাণ কোলের হাতে ১৬ দফা দাবীর এক সনদ তুলে দেয়।

জঙ্গিপুর পৌর ছাত্র-যুব উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদানের শতবর্ষ স্মরণে উৎসর্গীকৃত জঙ্গিপুর পৌর ছাত্র যুব উৎসব ২০০৮ অনুষ্ঠিত হলো রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১৮ ডিসেম্বর। উৎসবের সূচনা করে ডঃ অসীম মন্ডল বলেন, বর্তমান প্রজন্মের যুব সমাজের আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার ফলে বিচ্ছিন্নতাবোধ মাথা চাড়া দিচ্ছে। আজকের যুব উৎসবের বিশাল কর্মকান্ডে বাস্তব সমস্যা কিছু থাকলেও প্রতিযোগিতামূলক নাচ, গান, আবৃত্তি আলোচনার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে যুব চেতনাকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার পাথেয় হয়ে থাকলো।

উমরপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পুলিশ প্রশাসনের উদাসীন্য, ব্যর্থতা, পক্ষপাতিত্ব এবং কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের উপর সিপিএমের অত্যাচার ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গত ১৬ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মুক্তিপ্রসাদ ধরের নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা সকাল দশটা থেকে এক ঘন্টা উমরপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখে। ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভুমিকায় উপস্থিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের পর কংগ্রেস কর্মীদের ঘোষিত কর্মসূচী শেষ হলে জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়। কিন্তু এই ব্যস্ত সময়ে দীর্ঘ সময় অবরোধের ফলে যে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় তা স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লাগে।

জঙ্গিপুর সংবাদ-এর দাম বাড়াতে হচ্ছে

নিউজ প্রিন্ট ও প্রেসের আনুসঙ্গিক জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় পত্রিকার দাম বাড়াতে হচ্ছে। ২০০৯-এর প্রথম সপ্তাহ থেকে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য একশো এবং প্রতি সংখ্যা দু' টাকা ধার্য্য হলো। পত্রিকা প্রকাশে জেলার প্রাচীন সাপ্তাহিক আপনাদের সহযোগিতা চাই।

বিশৃংখলা সৃষ্টির চক্রান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাতে ঘুম হয় না। এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তথাকথিত সেইসব নেত্রীরা ঠোঁটে চড়া লিপষ্টিক, রঙীন শাড়ী পরে, গায়ে দামী পারফিউম দিয়ে আদিবাসীদের নামে আন্দোলনে নেমেছে। কিছু সংবাদ মাধ্যম আদিবাসীদের এই আন্দোলনকে সাঁওতাল বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে রাজ্যে বিভ্রান্তির চেষ্টা করছে। ১৯৫১ সালে ঝাড়খন্ড রাজ্যের দাবী হয়েছিল। ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা রাজ্যের তিনটি জেলাকে ঝাড়খন্ডের সঙ্গে যুক্ত করার দাবী করে। এই প্রসঙ্গে বিমানবাবু বলেন পুরুলিয়াতে প্রায় ২০ শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ১৫ শতাংশ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৮ শতাংশ মত আদীবাসী বাস করে। কোন আদিবাসীই কিন্তু ঝাড়খন্ডের সংগে যুক্ত হতে রাজী নয়। যদিও ঝাড়খন্ড কিন্তু আদিবাসীদের জন্যই তৈরী হয়েছিল। তারা বহাল তবিয়তে পশ্চিমবঙ্গেই শান্তিতে বসবাস করছে। ঝাড়খন্ডের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডী সাত দিনের মধ্যে জমির মালিকানা নিয়ে সাত আদিবাসীকে খুন করেন। কিসের জন্য খুন হলো। জমির অধিকার রক্ষার জন্য। কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী আদিবাসীরা চিরকাল আমাদের সঙ্গে আছেন, থাকবেন। তিনি আরও বলেন সাঁওতালি ভাষাকে অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও আদিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য অনেক কাজই করা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনের তুলনায় তা বেশ কম। আদিবাসীদের সামাজিক জীবনের মান উন্নয়নে আরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। বিমানবাবু ছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিএমের মুর্শিদাবাদের জেলা সম্পাদক নৃপেন চৌধুরী, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মদন ঘোষ, রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন সাংসদ আবুল হাসনাত খান, পরেশ দাস প্রমুখ।

অডিটে ধরা পড়লো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তবে রোগীদের ডায়েট বিলে লেস পারসেনটেজের হেরাফিরিতে একটা মোটা অংকের টাকা গন্ডগোলের কথা তিনি স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে আরো জানা যায়—বেলডাঙ্গার অনুত্তম সরকার জঙ্গিপুর হাসপাতালে ডায়েট সাপ্লায়ের দায়িত্ব পেলেও এখাককার আশাদীপ ডায়গনষ্টিক সেন্টারের পরিচালক তাপস ঘোষ ও জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক দপ্তরের জনৈক কর্মী শুকুল দেওয়ান। হাসপাতালের ষ্টোর কীপার প্রফুল্ল সিংহও কি এক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন ?

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার
মোড়কে উদ্বোধন হলো

॥ হোটেল ইণ্ডিগো ॥

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সন্নিকটে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ ২৬৬০২৩

রুচিসম্মত আহার, এয়ার কণ্ডিশনসহ বাসস্থান, কনফারেন্স রুম এবং যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা বলবো।

কাঁটা বাটখারায় ব্যবসা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যেকেরই আছে। অরঙ্গাবাদ এলাকায় কাঁটা বাটখারা রিনিউ-এর ক্যাম্প চালু হলেও সরকার নির্দ্ধারিত রিনিউ চার্জ-এর বেশী আদায় করা হচ্ছে বলে ওখানকার ব্যবসায়ীরা আপত্তি তোলে। এর ফলে মাঝ পথে ক্যাম্প বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানা যায়। কাঁটা বাটখারার তদন্তে গত ১৯ ডিসেম্বর লীগাল মেট্রোলজি দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেকটর শ্যামল চৌধুরী রঘুনাথগঞ্জে এসে কয়েকটি সোনা-রুপার দোকানে তদন্ত চালিয়ে দু'জন ব্যবসায়ীর কাঁটা বাটখারা সীজ করে নিয়ে গেলেও স্থানীয় মাছ বাজার বা অন্য কোন দোকানে তিনি যাননি বলে খবর।

আগেই সবাই বোল্ড আউট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠান করে দলের কাজে বেশী সময় দিচ্ছেন। নির্বাচন এলাকাকে চাঙ্গা করতে তিনি যে বাড়ীতে থাকবেন তার পেছনে কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, পুরোনো দিনের গাছপালা কেটে সাফ করা হচ্ছে। ক'দিন পর পুলিশ আর গোয়েন্দাদের অত্যাচারে ঐ এলাকার জনজীবন অতিষ্ঠ হবে সন্দেহ নেই। প্রণববাবু এতদিন ফুটবল খেললেন, এবার নাকি ক্রিকেট খেলবেন। তার আগেই প্রায় সবাই বোল্ড হয়ে গেল। বামফ্রন্ট ভালো প্রার্থী দেবেনা কেন্দ্রে 'সওদা' করার জন্যে। মমতাকে গত সপ্তাহে ক্যাচ আউট করেছেন। এটা গতবারেও করেছিলেন। অথচ এই সীমান্ত জেলায় বি. এস. এফ. দের দেদার লুঠমার চলছে। কোনও থানায় অনুপ্রবেশ বা সন্ত্রাসবাদীদের গতিবিধি নিয়ে পুলিশের মধ্যে কিছুমাত্র হেলদোল নেই। যেন রোম পুড়ছে নীরো বেহালা বাজাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ কোন গোপন তথ্য পেলে কোথায় জানাবে তারও কোন ঠিকানা নেই। সরকারকে সাহায্য করার মানসিকতা যাতে ভীতিপ্রদ হয় তার জন্যে সিপিএম-সহ সমস্ত বামদল এবং কংগ্রেস বিভিন্ন সভায় সংখ্যালঘু তোষণে দেশদ্রোহী বক্তব্য রাখছে। বেআইনী মিটিং মিছিল করতে দেওয়া হচ্ছে, অথচ কালীপুজো বা দুর্গাপুজোর সময় নিষেধের ফোয়ারা ছুটছে। চিত্ত মুখার্জী আরো জানান—প্রণববাবু মন্ত্রী হবার পর এ এলাকায় নানানা ধরনের কার্যকলাপ পর্দার ওপারে চলছে অথচ তিনি নাকি কিছুই জানেন না। তাঁরা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যতটা ব্যস্ত তার একের একশোভাগ কি এখানকার পুরোনো মন্দির বা পীঠস্থান অথবা জেলার একমাত্র একান্ন পীঠের পীঠ কিরীটেশ্বরী নিয়ে কিছু ভাবেন ? এলাকার যুবকদের একটারও কি চাকরী হয়েছে, নিজেদের কিছু পেটোয়া লোকের ঠিকাদারী ছাড়া ? যত রাস্তা উদ্বোধন করছেন সবইতো এন. ডি. এ. সরকারের আমলের। তাই সবাই মাঠ ছেড়ে দিলেও বিজেপি সহজে ছাড়বে না। বিজেপির বক্তব্য, সাম্প্রদায়িকতার তোষণ করে মুসলীমদের ধোকা দিয়ে এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলে বোকা হিন্দুদের ভোট এককাট্টা করতে চান বর্তমান সাংসদ। ফোনে হয়ত বলেই দিয়েছেন যাই বলি না কেন যুদ্ধ করছিনা। জেলা বিজেপি নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতাদের দ্বারস্থ হচ্ছে এখানে বহিরাকৃত যোগ্য প্রার্থীর সন্ধানে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।